# দাতা আলী হাজবিরী এর জীবনী

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

# দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জীবনী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭০২২ 'যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম রিসালা' থেকে)

**সব নে ছফে মাহশর মে লালকার দিয়া হাম কো,**
**আয় বে কছো কে আক্বা আব তেরী দোহায়ী হে।**

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজ এমন এক বুযুর্গের জীবনী সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব যার ফয়েয শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এখনো অব্যাহত রয়েছে। যার নূরানী মাযারে সব সময় লোকের সমাগম থাকে। লোকেরা উপস্থিত হয়ে তাদের জায়েয উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে। এই মহান ব্যক্তিত্ব কে ছিলেন? তাঁর নাম বংশ কুনিয়ত ও উপাধী কি ছিল? আজকের বয়ানে এসব শুনব اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ। এর পাশাপাশি তাঁর জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর এবং তাঁর পবিত্র অভ্যাস ও গুনাবলী, উদাহরণস্বরূপ ধৈর্য ও শোকরের মাদানী চিন্তাধারা ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল এবং বয়ানের শেষে বসার সুন্নাত ও আদবের বর্ণনা করা হবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

## ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ যুবকঃ

সন্ধ্যার সময় ছিল, রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে প্রত্যেক বস্তুকে তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে। খোরাসানে এক সহায় সম্বলহীন মুসাফির হাতে লাঠি নিয়ে প্রত্যেক কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী পুরাতন মোটা কাপড় পরিধান করে চলে যাচ্ছিল। যখন তিনি আবাদীস্থানের নিকটে পৌঁছলেন তখন রাত অতিবাহিত করার ইচ্ছায় এমন এক জায়গায় থামলেন যেখানে দেখতে দ্বীনদার মনে হয়, এমন লোকও উপস্থিত ছিল, যাদের চেহারা হাসোজ্জ্বল চিন্তা মুক্ততায় চমকাচ্ছিল। যখন তাদের দৃষ্টি ঐ রিক্তহস্ত ব্যক্তির উপর পড়ল, তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন কটু স্বরে প্রশ্ন করল: তুমি কে? ঐ মুসাফির নম্র ভাষায় উত্তরে বললেন: আমি মুসাফির, এখানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করতে চাই। তারা সবাই অট্টহাসিতে হেসে উঠল এবং তার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চোখে দেখে বলল: এটা আমাদের কারোর নয়। মুসাফির তাদের এই কথা শুনে খুশীতে মেতে উঠলেন, আর উত্তরে বললেন: বাস্তবে আমি তোমাদের থেকে নই। রাত যখন হল তখন তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি তার সামনে শুকনো রুটি নিয়ে রেখে দিল এবং সে নিজেই তার বন্ধুদের মজলিশে বসে গেল। যেখানে তারা বিভিন্ন ধরণের ভাল ও সুস্বাদু খাবারে স্বাদ নেয়ার পাশাপাশি একে অপরের সাথে হাসি ঠাট্টায় ব্যস্ত ছিল।

www.dawateislami.net

ঐ মুসাফিরকে শুকনো রুটি খেতে দেখে হাসতে লাগল। আর বাংগির চিলকা তাঁকে মারতে লাগল। পুরো রাত ঐ লোকেরা ধিক্কারের তীর বর্ষণ করতে লাগল অর্থাৎ ভাল-মন্দ বলতে লাগল। এমনকি সকাল হয়ে গেল কিন্তু ঐ ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ যুবক খুশী মনে তাদের অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন, কোন প্রতি উত্তর দেননি।

(কাশফুল মাহজুব, ৬৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! এই মহান বুযুর্গের মর্যাদায় শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়য়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত মানকাবাতের কিছু লাইন শুনি:

হো মদীনে কা টিকেট মুঝ কো আতা দাতা পিয়া, আপ কো খাজা পিয়া কা ওয়াসেতা দাতা পিয়া।
দো না দো মরযি তোমহারি তুম মদীনে কা টিকেট, মে পুকারে জায়োঁ গা দাতা পিয়া দাতা পিয়া।
দওলতে দুনিয়া কা সায়েল বন কে মে আয়া নেহী, মুঝ কো দিওয়ানা মদীনে কা বানা দাতা পিয়া।
কাশ মে রোয়িয়া করো ইশ্‌কে রাসূলে পাক মে, সোয দো এয্যছা পায়ে আহমদ রযা দাতা পিয়া।
কাশ! ফির লাহোর মে নেকী কি দাওআ আম হো, ফয়য কা দরিয়া বাহা দো সরওয়ারা দাতা পিয়া।
মুঝ কো দাতা তাজেদারা নে জাহাঁ ছে কিয়া গরয, মে তো হো মাঙ্গতা তেরে দরবার কা দাতা পিয়া।
ঝোলিয়া ভর ভর কে লে জাতি হে মাঙ্গতে রাত দিন, হো মেরি উম্মিদ কা গুলশানে হারা দাতা পিয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## মন্দকে ভাল দ্বারা দূরিভূতকারী

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণিত ঘটনার মধ্যে তাঁর সাথে অপছন্দনীয় ব্যবহারে ধৈর্য ধারণকারী ঐ বুযুর্গ **আল্লাহ্ তাআলার** মনোনিত ওলী হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ছিলেন। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বান্দাদের আমল এরূপই হয়ে থাকে যে, তারা আগত মুসীবতের উপর ধৈর্য ও শোকরের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেন। যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার বান্দাদের উপর অসংখ্য নেয়ামত অবতরন করে দয়া করেন।

তেমনিভাবে অনেক সময় তিনি মুসীবতের মধ্যে পতিত করে পরীক্ষায় ফেলে সফলতার সুউচ্চ পর্যায় ছাড়াও দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামতের পাশাপাশি এই ধরণের লোকদের এই সুসংবাদও শুনান: (اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾)কানযুল ঈমান থেকে **অনুবাদ:** নিশ্চয়ই **আল্লাহ্** ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৫৩) স্মরণ রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য এমন এক মহান নেয়ামত, যেটা পাওয়ার জন্য আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং আউলিয়ায়ে ইজাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی এমন এমন কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন, যেগুলো দেখলেই গা শিয়রে উঠে। আমাদেরও এই নিয়্যত করা উচিত যে, যদি কোন মুসীবত আসে কেউ আমাদের মনে কষ্ট দিল বা খারাপ আচরণ করল, তবে ইটের জবাবে পাথর দিয়ে দেওয়া ব্যতীত ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করব اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

**তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যখন আমি আমার কোন বান্দার শরীর বা সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততির উপর কঠোরতা প্রেরণ করি এবং সে এতে পরিপূর্ণ ধৈর্যের মাধ্যমে তা সাদরে গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমার লজ্জা হয় যে, আমি তার জন্য মীযান দাঁড় করাবো বা তার আমল নামা খুলব।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, প্রথম অংশ, ২/১১৫, হাদীস- ৩৫৫৮)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! দুনিয়ার মধ্যে প্রকাশ্য তিক্ত অনুভবকারী ধৈর্যের কিছু ঢোক আখিরাতের মধ্যে কেমন মিষ্টতার মাধ্যম হবে। হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর নিকট আগত খারাপ আচরনের পরিপূর্ণ ধৈর্যের প্রকাশ করলেন। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে এমন মহান মর্যাদা ও বেলায়াত দান করেছেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এই দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় হাজার বছরের চেয়ে অধিক যুগ হবে, কিন্তু আজো লাখো মুসলমানের অন্তরে তার ভালবাসা ও সম্মান বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। লোকেরা দলে দলে তার নূরানী মাজারে উপস্থিত হয় এবং নিজের খালি ঝুলিও ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে পূর্ণ করেন।

www.dawateislami.net

## তিনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পরিচিতি:

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নাম: "আলী", পিতার নাম: "ওসমান"। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বংশীয় ছিলছিলা ৬ স্তরে সায়্যিদুস শোহাদা, রাকেবে দওশে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সাথে মিলেছে। (বুযুর্গানে লাহোর, ২২২ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কুনিয়াত আবুল হাসান। (উর্দু দায়েরাতুল মায়ারিফ, ৯/৯১) প্রসিদ্ধ ও পরিচিত উপাধি গঞ্জবখশ। এই উপাধির নাম করণের কারণ কিছুটা এরূপ যে, হযরত খাজায়ে খাজেগান সায়্যিদুনা মুঈন উদ্দিন চিশতী আজমীরি সাঞ্জারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যিনি কিছু কাল যাবত তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাজারের মধ্যে ইতিকাফ করে ছিলেন এবং হযরত দাতা গঞ্জবখশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বাতেনী ফয়েযে ভরপুর হয়ে যখন সর্বশেষ যিয়ারতে জন্য উপস্থিত হন। তখন মুখ মোবারক থেকে হঠাৎ এই ছন্দদ্বয় বের হয়ে গেল:

**গঞ্জবখশে ফয়যে আলম মাযহারে নূরে খোদা,**
**নাকেচারা পীরে কামেল কামেলারা রেহনুমা।**

হযরত সায়্যিদুনা সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মুখ মোবারক থেকে বের হওয়া উপাধি "গঞ্জবখশ" আর সারা বিশ্বের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল। এমনকি কিছু লোক তো তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নাম মোবারক সম্পর্কে অনবহিত, আর দাতা গঞ্জবখশ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করে থাকেন।

(মাহফিলে আউলিয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হুযুর দাতা গঞ্জবখশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৪০০ হিজরীতে গজনী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু কাল পর তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বংশ হাজবীরে স্থানান্তরিত হয়। এই ক্রমধারায় তিনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে হাজবীরি বলা হয়।

(উর্দু দায়েরাতুর মায়ারিফ, ৯ম খন্ড, ৯১ সংক্ষেপিত)

**গম মুঝে মীঠে মদীনে কা আতা করদো শাহা, মেরা সীনা ভি মদীনা দো বানা দাতা পিয়া।**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## আল্লাহ্‌র রাস্তায় সফর:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার সমকালিন অনেক সুউচ্চ মর্যাদার ইলমে শরীয়াত ও তরীকতের ইমামদের থেক জ্ঞান ও হিকমতের পেয়ালা পান করে হায়াতের একটি বড় অংশ সফরে অতিবাহিত করেন। যেটার উদ্দেশ্য ছিল, **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের ফয়েযে ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়া, নিজের নফসকে কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতিতে অভ্যস্থ বানিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি পাওয়া। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরমান, সিইস্তান, তুর্কিস্তান, মাওয়ারাআন্নাহার, খোজিস্তান, তাবরিস্তান, আজরাবিজান, ফারস্য, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তান এবং পবিত্র হিজায সহ অনেক দেশে সফর করেন। (উর্দু দায়েরাতুল মায়ারিফ, ৯/৯৪) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যুবক অবস্থায় ইলমে জাহেরী অর্জন সম্পন্ন করেন। তার জ্ঞানের স্তরটা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, একবার সুলতান মাহমুদ গযনবীর উপস্থিতিতে হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক অমুসলীম দার্শনিকের সাথে আলোচনায় বসেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার জ্ঞানের দক্ষতার মজবুত জবাবের মাধ্যমে তাকে নিশ্চুপ করে দিলেন। অথচ ঐ সময় তাঁর বয়স খুব বেশি ছিল না। কেননা, এই আলোচনাটা সুলতান মাহমুদ গযনবীর জীবনের শেষ বছরে ধরে নেয়া হয় তবে ঐ সময় তার বয়স হয় ২০ বছর। (পেশে লফজ আয কাশফুল মাহজুব, ১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!    صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**মিঠে মিঠে মুস্তফা কি বারগাহে পাক মে,    কিজিয়ে মেরী সুপারিশ আপ ইয়া দাতা পিয়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!    صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ইলমে দ্বীন অর্জনে আকাংখা:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি কি পরিমাণ আকাংখা ছিল? ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরাক, সিরিয়া এবং পবিত্র হিজায এমনকি দশটিরও অধিক দেশে সফর করেন এবং সফর করাবস্থায় অনেক অর্থনৈতিক ঘটনাও ঘটে।

কিন্তু তিনি ধৈর্যও শোকরের দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এখন একটু চিন্তা করুন যে, একদিকে আমাদের বুযুর্গদের এই অবস্থা ছিল যে, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অধিক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঐ মোবারক বুযুর্গগণ খুব পরিশ্রমের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জনে লেগে থাকতেন এবং লোকদের মাঝে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করতে থাকতেন। তার বিপরীতে আমাদের কার্যকলাপ এটাই যে, আজ এই আধুনিক যুগে যখন ইলমে দ্বীন অর্জন করাটা খুব সহজ হয়ে গেছে। সবকিছু সহজতর ও আরাম আয়েশ থাকা সত্ত্বেও আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে খুব দূরে। এমনকি ফরয ইলম শিখতেও সুযোগ হয় না, আমরা নিজেরাও আমাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াবী উপকার পাওয়ার জন্য জ্ঞান তো শিখায় যাতে সুউচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে আমাদের নাম আলোকিত হওয়ার পাশাপাশি সন্তানদের ভবিষ্যত আলোকিত হয়। কিন্তু আফসোস! আমাদের নিজেদের আখিরাত সামলানোর কোন চিন্তাই নেই। স্মরণ রাখবেন! ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।

## কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ- অর্থাৎ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফদ্বলুল উলামা ওয়াল হছ, ১/১৪৬, হাদীস- ২২৪)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই হাদীসের ব্যাখ্যা আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه যা কিছু বলেছেন তা সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল আকীদার জ্ঞান অর্জন করা, যেটার দ্বারা ব্যক্তি বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদায় পরিণত হয় এবং যেটা অস্বীকার ও বিরোধীতা করার দ্বারা কাফির ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আর পরে নামাযের মাসায়েল অর্থাৎ এটার ফরয শর্ত সমূহ ও নামায ভঙ্গের কারণ শিখা যাতে নামায বিশুদ্ধ ভাবে আদায় করতে পারে।

www.dawateislami.net

তার পর যখন রমযানুল মোবারকের আগমন ঘটে, তখন রোযার মাসায়েল। মালিকে নিসাব (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে বর্ধিত হওয়া সম্পদের নিসাবের মালিক হওয়া) এর মালিক হয়, তবে যাকাতের মাসায়েল। সামর্থ্যবান হলে হজ্জের মাসায়েল। ব্যবসায়ী হলে তখন ক্রেতা বিক্রেতার মাসায়েল। চাষাবাদ অর্থাৎ কৃষিকাজ (এবং জমিদার) ক্ষেত খামার করার মাসায়েল এর উপর ধারণা করে অনুরূপ প্রত্যেক মুসলমান জ্ঞানী, বালিগ নর-নারীর উপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসয়ালা শিখা ফরযে আইন। এইরূপ ভাবে প্রত্যেকের জন্য হালাল হারামের মাসায়ালা শিখা ফরয, এমনকি কলবের মাসায়েল (বাতেনী মাসায়েল) অর্থাৎ ফরায়েযে কলবিয়া বাতেনী ফরয উদাহরণ স্বরূপ: বিনয়ী, ইখলাস এবং তায়াক্কুল ইত্যাদি। আর সেগুলো অর্জনের পদ্ধতিরও শিখা এবং বাতেনী গুনাহ উদাহরণ স্বরূপ: অহংকার, রিয়াকারী, হিংসা ইত্যাদি এবং সেগুলোর প্রতিকার শিখাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয। (কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল, দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান না শিখা আখিরাতের জন্য ধ্বংসের কারণ হয় কেননা, যখন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিয়ে, ব্যবসা, মজুরী এবং অন্যান্য কার্যকলাপের ব্যাপারে দ্বীনি জ্ঞান যদি না থাকে, তবে নিঃসন্দেহে ঐ সব কাজে শরয়ী ভুল হয়ে যায়। যার কারণে আখিরাতে পাকড়াও হয়ে যাবে। এই জন্য জীবনের অমূল্য সময়কে গনীমত জেনে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য চেষ্টাকারী হয়ে যান এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হবে। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার মনমানসিকতা তৈরী হবে।

**গো জলিল ও খাওয়ারহি পাপি হো মে বদকার হো,**
**আপ কা হো আপকা হো আপকা দাতা পিয়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

## মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) আগমনঃ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা এটা ঐ মহান কাজ যেটা পরিপূর্ণ করার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** সময়ে সময়ে তার আম্বীয়াগণের عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন। এমন কি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও এই উদ্দেশ্যে এই দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন। তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর উম্মতের নেকীর দাওয়াত দিতে তাঁর এই প্রশিক্ষিত কাজ নবীর দরবার থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পরও প্রত্যেক যুগের বুযুর্গানে দ্বীন ইসলামী শিক্ষার নূরে লোকদের অন্তর আলোকিত করে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ও এই উদ্দেশ্যকে নিজের নিদর্শন বানিয়েছেন এবং নেকীর দাওয়াতের মত এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযকে সম্পাদন করার জন্য মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে পৌঁছেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে ইলম ও হিকমতের এমন নদী প্রবাহিত করলেন। যে শহরটি প্রথমে কুফর ও শিরিকের অন্ধকারে ডুবে ছিল। হুযুর সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রচেষ্টায় ইসলামের কিল্লায় পরিণত হয়ে গেল। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর উত্তম চরিত্র, ভাল কাজ এবং নম্র ভাষায় অনেকের অন্তরে তাঁর ভালবাসা গেঁথে গেল। মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অবস্থানের সময়সীমা কমপক্ষে ত্রিশ বছর। (আল্লাহ্ কে খাচবান্দে, ৪৬৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্পূর্ণ সময় দিন-রাত দ্বীনের তবলীগে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর স্বচ্ছ জীবন, আন্তরিক কথাবার্তা, আলোকিত ব্যক্তিত্ব এবং লোকদের অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী সুউচ্চ বাণী, লোকদেরকে কুফর ও পথভ্রষ্টতার জলাভূমি থেকে বের করে হেদায়াতের রাস্তায় অবিচল রাখেন। মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বাসস্থানের পাশে একটি জায়গায় মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন এবং মসজিদের নির্মাণের সময় তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজেই শ্রমিকদের মত কাজ করেন এবং খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভালবাসায় ঐ নির্মাণে অগ্রগামী ছিলেন। মারকাযুল আউলিয়া লাহোর শহরে এটাই প্রথম মসজিদ ছিল। যেটা এক **আল্লাহ্**র ওলীর হাতে নির্মিত হয়। (আল্লাহ্ কে খাচ বান্দে, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সম্পূর্ণ জীবনটাই ভালবাসা ও পরিশ্রমে দ্বীনের কাজ সম্পাদন করেন। নিঃস্ব লোকদের নিরাপত্তার ও বাসস্থানের বার্তা দেন এবং তার মুরীদ ও তার প্রতি আন্তরিকদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী হাজত পূরণ করেন। আজো তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর মাযার থেকে তার প্রতি মুহাব্বতকারীদের চাহিদা পূরণ করছেন। তাদের পেরেশানি সমাধান করছেন এবং তাঁর রূহানী ফয়য থেকে যাকে চান তাকে ভরপুর করে থাকেন।

**মে হো ইসইয়া কা মরিয আউর তুম তাবিবে আ'ছিয়া,**
**হো আতা মুঝ কো গুনাহো কি দাওয়া দাতা পিয়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## দাতা সাহেব এবং মাযারে উপস্থিতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র** ওলীদের মাযারে উপস্থিতির বরকতে দোয়া কবুল হয়। মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, বিশেষ করে এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাযারে যাওয়া আমাদের বুযুর্গদের রীতি। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এরও এটা আমল ছিল যে, তিনি বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাযারে উপস্থিত হবেন। মাযারে উপস্থিতির ব্যাপারে তিনি অনেক ঘটনা তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব "কাশফুল মাহজুব" এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আসুন! সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু শুনি:

(১) হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একদিন সফরে ছিলাম। সিরিয়া রাজ্যে মুয়াজ্জিনে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমার চোখ লেগে আসল এবং আমি আমাকে মক্কা মুয়ায্‌যমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মধ্যে পেলাম। দেখলাম **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী শায়বা গোত্রের দরজায় উপস্থিত ছিলেন এবং এক বয়স্ক লোককে কোন ছোট বাচ্চার মত উঠানো হচ্ছে। আমি একদম ভালবাসায় ব্যাকুল হয়ে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দৌঁড়ে গেলাম এবং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কদমে চুমু দিলাম।

অন্তরের মধ্যে এই বিষয়ের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলাম এই দূর্বল ব্যক্তিটি কে? এতটুকুতেই **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতেনী শক্তি ও ইলমে গায়বের মাধ্যমে আমার আশ্চার্য্যের বিষয় জেনে গেলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: "ইনি আবু হানিফা এবং তোমাদের ইমাম।"

**(কাশফুল মাহজুব, ২১৬ পৃষ্ঠা, যিয়ায়ুল কুরআন সংক্ষেপিত)**

(২) আরো বলেন: একবার আমি দ্বীনি সমস্যার সম্মুখীন হলাম। আমি তা সমাধানের চেষ্টা করি কিন্তু বিফল হই। এর পূর্বেও এই ধরণের সমস্যা এসেছিল। তখন আমি শায়খ আবু ইয়াজিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম এবং আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। এবারই আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম যে সেখানে উপস্থিত হবো। এ নিয়্যতে তিন মাস যাবত তাঁর মাযার মোবারকে চিল্লা (অবস্থান) করি। যাতে আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। **(কাশফুল মাহজুব, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) হযরত আবুল আব্বাস কাসেম বিন মাহদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ব্যাপারে হুযুর দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: এখনও পর্যন্ত তাঁর মাযার "মরওয়া" (তুরকামানিস্তান) এ রয়েছে এবং খুবই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলেন। লোকেরা সেখানে তাদের হাজত চেয়ে থাকেন এবং বড় বড় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এটা অনেকবার পরীক্ষিত। **(কাশফুল মাহজুব, ১৬৫ পৃষ্ঠা)**

## আউলিয়ায়ে কিরামগণ জীবিত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এরও এই আকীদা ছিল যে, শুধুমাত্র মাযারে যাওয়াটা বরকত নয় বরং সেখানে সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকে, আর এগুলো সব সাহেবে মাজারের ফয়েজ। সম্ভবত কারো এই কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর ফয়েজ কিভাবে পাওয়া যায়? কেননা, তাঁরা তো মারা গেছেন! স্মরণ রাখবেন! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে মাযারে না শুধু জীবিত রয়েছেন বরং যিয়ারতকারীর হেদায়াত ও সাহায্য করে থাকেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আম্বীয়া, আউলিয়া এবং শহীদদের শরীর কবরের মধ্যে পরিবর্তনও হয় না, ময়লাযুক্ত হয় না।

কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের শরীর এমন নষ্ট হওয়া থেকে যেটা মাংস গলে যাওয়া ও পচে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়, তা থেকে রক্ষা করেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীগণ এ ক্ষণস্থয়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে স্থানান্তরিত হন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট জীবিত, তাঁদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। তাঁরা আনন্দিত অবস্থায় রয়েছেন এবং লোকদের নিকট এই ব্যাপারে অনুভূতি নেই।

(আশয়াতুল লুময়াত, কিতাবুল জিহাদ, বাবু হুকমুল আছরা, ৩/৪২৩)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ্‌র** ওলীদের উভয় অবস্থা, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নেই। এই জন্য বলা হয়; তারা মৃত্যুবরণ করেন না, বরং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান।

(মিরকাত শরহে মিশকাত, বাবুল জুমা, ফসলুল ছালিছ, ৩/৪৫৯) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

**কৌন কেহতাহে ওলী ছব মর গেয়ে? কয়দ ছে ছোঠে ও আপনে ঘর গেয়ী।**

## মাযারে উপস্থিতির বরকতের কারণ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** ঐসব মহান আইম্মায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বর্ণনা থেকে জানা গেল, আম্বীয়াযে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, শোহাদায়ে ইজাম এবং আউলিয়ায়ে রব্বে সালাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সকলে তাঁদের আপন আপন মাযারে জীবিত এবং স্থানান্তরিত হন। এই জন্য শুধু সাধারণ মানুষ নয় বরং বড় বড় আলীম, জ্ঞানীদের এটা আমল রয়েছে যে, তারা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আউলিয়ায়ে কিরামগণে رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাযারে উপস্থিত হন। আসুন! এই ব্যাপারে বুযুর্গদের তিনটি বানী শুনি: যেমন-

(১) প্রসিদ্ধ হাম্বলী মুহাদ্দিস হযরত ইমাম খাল্লাল আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন আমার সামনে কোন সমস্যা আসতো। আমি ইমাম মুসা কাযিম বিন জাফর সাদিক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওছীলা পেশ করতাম। **আল্লাহ্ তাআলা** আমার সমস্যা সমাধান করে আমাকে আমার চাহিদা পূরণ করে দিতেন। (তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

(২) কোটি শাফেয়ীদের পেশওয়া, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন কোন হাজত আমার সামনে আসতো। তখন আমি দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযারে গিয়ে দোয়া করতাম। **আল্লাহ্ তাআলা** আমার হাজত পূর্ণ করে দিতেন।

**(আল খায়রাতুর হিসান, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন সোলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমার এ হাজত ছিল এবং আমি খুবই দরিদ্র ছিলাম। আমি হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম। তিনবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলাম এবং এর সাওয়াব তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও সমস্ত মুসলমানদের রূহে পৌঁছে দিলাম। তার পর নিজের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করলাম। যখনি আমি সেখান থেকে ফিরে আসলাম, তখন আমার হাজত পূরণ হয়ে গেল। **(আর রওদ্বুল ফায়েক, ১৮৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ইছালে সাওয়াবের গুরুত্ব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেল, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মাযারে দোয়া কবুল হয়। এমনকি বুযুর্গানে দ্বীন এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ইছালে সাওয়াব করারও গুরুত্ব রয়েছে এই কারণে আমাদেরও এই আমল হওয়া উচিত যে, যখন কারো কোন বুযুর্গের মাযার শরীফে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়। তখন সাহেবে মাযারকে আবশ্যই ইছালে সাওয়াব করবেন, এতে আমাদের অনেক বরকত অর্জিত হবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল করীম বিন হাওয়াজিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: একজন বুযুর্গের বর্ণনা; আমি হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর হকে দোয়া করতাম। একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন: তোমার তোহফা অর্থাৎ দোয়া ও ইছালে সাওয়াব নূরের পাত্রে আমার কাছে এসে থাকে। যেটা নূরের রুমালে ঢাকা থাকে।

**(আর রিসালাতুর কাসীরিয়া, বাবু রুইয়াল কাওম, ৪২৪ পৃষ্ঠা)**

## মাযারে উপস্থিত হওয়ার আদব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى থেকে বরকত অর্জনের জন্য তাঁদের মাযারে উপস্থিত হওয়ারও কিছু আদব রয়েছে। উপস্থিতির প্রথমে কি কি ভাল নিয়্যত হওয়া উচিত? মাযারে গিয়ে কেমন দোয়া করা উচিত? মাযারে উপস্থিত হওয়ার কি কি উপকার রয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি এসব জানতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠা সম্পলিত রিসালা "মাযারাতে আউলিয়া কি হিকায়াত" হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিন اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট বরকত হবে। আসুন! এই রিসালা থেকে মাযারে হাজেরী দেওয়ার পদ্ধতি এবং এর মাদানী ফুল শুনে নিই। যদি কোন ব্যক্তি **আল্লাহ্**র ওলীর মাযার শরীফ বা কোন মুসলমানের কবরে যিয়ারতের জন্য যেতে চায়, তবে মুস্তাহাব হল প্রথমে নিজ স্থানে (মাকরূহ সময় ছাড়া) দুই রাকাত নফল পড়ে নিন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়ুন। আর ঐ নামাযের সাওয়াব সাহেবে কবরের রূহে পৌঁছান। **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ নেককার বান্দার কবরের মধ্যে নূর সৃষ্টি করবেন এবং ঐ সাওয়াব প্রেরণকারী ব্যক্তির অধিক সাওয়াব অর্জিত হবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) তার পর ভাল ভাল নিয়্যত করার পর মাযারের দিকে রওয়ানা হবে এবং যিয়ারতকারীর উচিত যে, আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাযারে পাকে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে পায়ের দিক থেকে যাবে এবং কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে চেহারার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। আর মধ্যম আওয়াজে এইভাবে সালাম পেশ করবে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِىْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ তার পর দরূদে গাউছিয়া তিনবার, সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা ইখলাস সাতবার তার পর দরূদে গাউছিয়া সাতবার আর যদি সময় থাকে, তবে সূরা ইয়াসীন এবং সূরা মূলক পড়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে দোয়া করবে: ইলাহী! এই কিরাতের মধ্যে এমন সাওয়াব দাও যা তোমার দয়া পাওয়ার যোগ্য, না এমন যা আমার আমলের যোগ্য এবং এটা আমার পক্ষ থেকে এই মকবুল বান্দার নিকট উপহার পৌঁছাও।

www.dawateislami.net

তার পর নিজের যা বৈধ শরয়ী হাজত তার জন্য দোয়া করবে এবং সাহেবে মাযারের রূহকে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের ওসীলা বানাবে। তারপর একই ভাবে সালাম করে পুনরায় ফিরে আসবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২২) (মাযারাতে আউলিয়া কি হিকায়াত, ৬/১৬)

## তাবারুক বন্টনে সতর্কতা:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাধারণত দেখা যায়, আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে তাবারুক বন্টন করা হয়। এটাও সাহেবে মাযারকে ইছালে সাওয়াবের একটি পদ্ধতি নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাবারুক ইত্যাদি বন্টন করার অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৪তম খন্ডের ৫২১ পৃষ্ঠায় লিখেন: খাবার খাওয়ানো, খাবার বন্টন, ভাল আমল ও প্রতিদানের কারণ। হাদীসে পাকে রয়েছে; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِيْ مَلٰئِكَتَهٗ بِالَّذِيْنَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ مِنْ عَبِيْدِهٖ۔ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তার ঐসব বান্দাদের সাথে যারা লোকদের খাবার খাওয়ায়, ফেরেস্তাদের উপর গর্ব করে থাকেন। (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ২য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাবারুক বন্টন করার সময় এই কথার প্রতি অবশ্যই মনোযোগ রাখাবেন, যে কোন রকম তাবারুকের প্রতি যেন অসম্মানী ও বেআদবী না হয়। না পায়ে লাগে, না মাযার শরীফের কার্পেটে পড়ে তা মলিন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী ভাইদেরকে বসিয়ে বা কাতার বানিয়ে তাবারুক বন্টন করা যায়। আগত যিয়ারতকারীদের হকের ব্যাপারে মনোযোগ রাখবেন যে, তাবারুক বিতরণ করার কারণে তাদের হাজেরীতে কোন ধরণের কষ্ট যাতে না হয়। একদিকে তাবারুক বন্টন করে সাওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারি হচ্ছেন এবং অপরদিকে মাযার শরীফের প্রতি বেআদবী করে দোষী হচ্ছেন। খাবার তাবারুক বিতরণ করার পাশাপাশি মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা বন্টন করে অসংখ্য সাওয়াবে জারিয়া সাহেবে মাযারের মধ্যে পেশ করা যায়। (মাযারাতে আউলিয়া কি হিকায়াত, ১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

## খাবার নিচে পড়ে যায় তবে?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** স্মরণ রাখবেন! শুধুমাত্র মাযার শরীফে তাবারুক বিতরণ করতে নয় বরং প্রত্যেক জায়গায় খাবার খাওয়ার সময় ও খাওয়ানোর সময় সতর্ক হওয়া উচিত, খাবারের কোন দানা ইত্যাদি যাতে নষ্ট না হয়ে। যদি কারো গ্রাস পড়ে যায় এবং লোকদের ঘৃনার কারণও না হয়, তবে লোকদেরকে পরওয়া করা ব্যতিত নিঃসঙ্কোচে খেয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত সৌভাগ্য হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **রহমতে আলাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ আনলেন, আর রুটির টুকরা পড়ে থাকতে দেখলেন। তখন সেটাকে নিয়ে মুচলেন, তার পর খেয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا! ভাল জিনিসের সম্মান করো যে, এই জিনিস (অর্থাৎ রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে যায়, তবে ফিরে আসে না।" **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুর আত আমাহ, বাবুল নাহার আনিল কায়িত তয়াম, ৪/৫০, হাদীস- ৩৩৫৩)**

## খাবার নষ্ট করবেন না!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজকাল প্রত্যেকে বরকতহীনতা ও দারিদ্র্যতার কারণে হায় হুতাশ করছে। হতে পারে, খাবারের সম্মান না করার কারণে এ শাস্তি। আজকাল কোন মুসলমান এমন নেই, যে খাবার নষ্ট করে না। চারিদিকে খাবারের অসম্মানের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی নিয়ায (ফাতিহা, ওরশ) এর তাবাররুক। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দস্তরখানা ও কার্পেটের উপর নির্দয়ভাবে খাবার ফেলা হয়। খাওয়ার সময় হাড্ডি থেকে মাংস ও মসল্লা ভালভাবে পরিস্কার করে খাওয়া হয় না। গরম মসল্লার সাথেও খাবারের প্রচুর অংশ নষ্ট করা হয়। থালায় অবশিষ্ট খাবার ও পেয়ালা, ডেক্সীতে (পাত্রে) অবশিষ্ট থাকা ঝোল পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রায়ই ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত যতটুকুই অপচয় করেছেন, দয়া করে তা থেকে তাওবা করে নিন! ভবিষ্যতে খাবারের একটি দানাও এবং ঝোলের এক ফোঁটাও যেন অপচয় না

www.dawateislami.net

হয় এর জন্য পাক্কা সংকল্প করে নিন। কিয়ামতে এর অণু পরিমানেরও হিসাব হবে। নিশ্চয় কেউই কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাওবা, আন্তরিকভাবে তাওবা করে নিন। দরূদে পাক পড়ে আরয করুন: **ইয়া আল্লাহ্!** আজ পর্যন্ত আমি যতটুকু অপচয়ই করেছি তা থেকে ও সকল ছোট বড় গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি, আর তোমার দেয়া তাওফিকে ভবিষ্যতে গুনাহ্ সমূহ্ থেকে বাঁচার পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার তাওবা কবুল করে নাও ও আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## বয়ানের সারাংশঃ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জীবনী ও কার্যাবলী সম্পর্কে শুনলাম। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ পাঁচ শতাব্দী হিজরীর ঐ মহান বুযুর্গ যার ইন্তেকালের সময়সীমা এক হাজার বছরের চেয়ে অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইলম ও রূহানী দীপ্তি এখনও পর্যন্ত হ্রাস পায়নি। লাখো মুসলমানের মাঝে তাঁর ফয়েয অব্যাহত রয়েছে। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দেশ আফগানিস্তানের শহর গজনীতে, কিন্তু লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের দেশ ছেড়ে এক অপরিচিত শহরের বাসিন্দা হলেন। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পায় যে, নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর করা উচিত এবং এই পথে আসন্ন সমস্ত মুশকিলকে প্রফুল্ল মনে সহ্য করে বেশি করে সুন্নাতের খেদমতের জন্য উদ্যমী থাকা উচিত। প্রত্যেক বিভাগে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সুন্দর ভাবে ইনফিরাদি কোশিশ করা উচিত।

## খেলোয়াড়দের সংশোধন মূলক মজলিশ!

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**। যেখানে বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনের খেদমতে কার্য সম্পাদন করছে, সেখানে খেলোয়াড়দেরও সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্যও একটি বিভাগ "খেলোয়ারদের সংশোধন মজলিশ" প্রতিষ্ঠা করেন।

www.dawateislami.net

যেটা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল, খেলায় সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তা ব্যাপক করতে এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য; "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মনমানসিকতা দেওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক খেলোয়াড় এবং তাদের ঘরের অধিবাসীদের মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর মন মানসিকতা দেওয়ার চেষ্টা চলমান রয়েছে।

**আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুঝ পে জাহা মে,**
**এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধূম মাচী হো।**

## ১২ মাদানী কাজের এক মাদানী কাজ সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সুন্নাতের খেদমতের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আওতায় যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে বড়-ছোট সবাই অংশ নিন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজ মুসলমানদের সুন্নাতের পথে পরিচালিত করা এবং আশেকানে রাসূলদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাতের বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক। ঐ ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা।" اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে অনুষ্ঠিত হওয়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শুরুর ইশার নামাযের পর সূরা মূলক -এর তিলাওয়াতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "ঐ সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ। কিতাবুল্লার একটি আয়াত শুনা, পাহাড় (জবলে সবীর) পরিমাণ সদকার প্রতিদানের চেয়েও অধিক।" (জমউল জাওয়ামে, হরফুল ওয়া, ৮/৮২, হাদীস- ২৪৬১) গভীর চিন্তা করুন। যখন একটি আয়াত শুনার এই উপকারীতা, তবে পরিপূর্ণ ভাবে শুনার কি পরিমাণ সাওয়াব ও প্রতিদানের উপকরণ হতে পারে। তিলাওয়াতের পর নাত শরীফ পড়া হয়। নাত শরীফ পড়া ও শুনার ব্যাপারে কি বলব! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত পড়া হযরত হাস্‌সান বিন ছাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সুন্নাত এবং নাত শুনা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে করীমা।

www.dawateislami.net

এর পর সুন্নাতে ভরা বয়ানের ব্যবস্থা হয়, যাতে ইলমে দ্বীনের মূল্যবান হীরে অর্জন হয়। ইলমে দ্বীন শিখার ফযীলতের ব্যাপারে **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো মুসলমান ইলম শিখা, তারপর নিজের ইসলামী ভাইকে শিখানো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু সাওয়াবু মুয়াল্লিমুন্নাস বিল খাইর, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৪৩) ইশার নামায, যিকির, দোয়া সালাত ও সালাম, সুন্নাত ও দোয়া শিখানোর মাদানী হালকা শুরু হয়। যেখানে বিভিন্ন বিয়য়ের উপর সুন্নাত ও আদব বলা হয়ে থাকে। কেউ একজন দোয়া শিখিয়ে থাকেন, ফিকরে মদীনার হালকা হয়ে থাকে। তারপর ওয়াকফায়ে আরাম, সৌভাগ্যবান আশেকানে রাসূল রাতে ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জনের পর তাহাজ্জুদ নামাযের বরকত অর্জন করে থাকে। ফজরের আযানের পর সদায়ে মদীনা, জামাআত সহকারে ফজরের নামায, নামাযের পর মাদানী হালকার মধ্যে অংশগ্রহণ, অতঃপর মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে ইশরাক ও চাশতের সৌভাগ্য পাওয়ার পর সালাত ও সালামের পর ইজতিমা সমাপ্ত হয়। ইজতিমার সমাপ্তিতে অনেক আশেকানে রাসূল সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ আমাদের জন্য কি পরিমাণ সাওয়াব ও প্রতিদানের উপকরণ হয়। এই জন্য আপনাদের কাছে মাদানী অনুরোধ- অলসতা ছাড়ুন এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য আমল বানিয়ে নিন এবং প্রচুর সাওয়াবের অধিকারী হোন। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতের ধারনাটা এই মাদানী বাহার থেকে বুঝে নিন:

## মাদানী বাহার:

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এলাকা মুলতান রোডের এক ইসলামী ভাই কিছুটা এইভাবে লিখেন: আমি বেপরোয়া ও অসভ্য প্রকৃতির ছিলাম। টিফিন বাজিয়ে বাচ্চাদের গান গাওয়া এবং কাওয়ালি নকল করা পরিবারে খুব প্রসিদ্ধ ছিলাম। বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। সিনেমার গান শুনানো, গান গাওয়া, বিভিন্ন ঢঙ্গের নাচ দেখানো এবং বিভিন্ন কৌতুকে লোকদের হাঁসানো আমার রীতি ছিল।

www.dawateislami.net

স্কুলের সময় ছিল, এক পাগড়ীধারী ইসলামী ভাই বেশির ভাগ সময় বড় ভাই জানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতো। একদিন ভাইজান আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলেন। আমি তার দাওয়াতে বৃহস্পতিবার রাতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমার খুব ভাল লাগল, এই ভাবে আমি ধারাবাহিক ভাবে যাওয়া শুরু করলাম। অন্যান্য সহপাঠিদেরও দাওয়াত দিলাম তারাও আসতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযের ধারাবাহিকতা শুরু করে দিলাম। ধীরে ধীরে পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলাম। যেটার ব্যাপারে ঘরের কিছু সদস্য মারাত্মক বিরোধীতা করল। এমনকি অনেক সময় **আল্লাহ্**র পানাহ্! পাগড়ী শরীফ টেনে ফেলে দিত, দরস দিতে বাধা দিত, বাবরী চুল রাখতে ঘরের সদস্যরা জোর করে কেটে দিল। দাঁড়ী এখনো উঠেনি, কিন্তু রাখার নিয়্যত করে নিলাম। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পাওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার দ্বারা উৎসাহ ও ভরসা পাচ্ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যেও মাদানী পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে গেল। ঐ ঘরের অধিবাসী যারা সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী কাফেলার মধ্যে সফরের অনুমতি দিত না, তারা আমাকে একেবারে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরের অনুমতি দিয়ে দিল। ঘরে ইসলামী বোনদের ইজতিমা শুরু হয়ে গেল এবং বাবাও দাঁড়ী রেখে দিলেন। (গীবত কি তাবাহ্কারীয়া, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

**গরছে ফানকার হো কাফেলে মে চলো, গো গোলোকার হো কাফেলে মে চলো।**
**খুলদ দরকার হো কাফেলে মে চলো, ফযলে গফ্ফার হো কাফেলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## বসার সুন্নাত ও আদবঃ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

**সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,**
**জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন বসার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি:

❁ নিতম্ব জমীনে রাখুন, উভয় হাঁটু খাঁড়া করে দু'হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরুন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত। কিন্তু এ সময় উভয় হাঁটুর উপর কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) ❁ চারজানু হয়ে বসাও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমাণিত। ❁ যেখানে কিছু অংশ ছায়া এবং কিছু অংশ রোদ থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তুমি কোন ছায়ায় থাকো আর সেখান থেকে ছায়া চলে যায় এবং সেখানে কিছু অংশ ছায়া, কিছু অংশ রোদ চলে আসে তাহলে তোমার উচিত যে, সেখান থেকে উঠে যাওয়া।" (সুনানে আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮২১) ❁ কিবলামুখী হয়ে বসুন। (রিসাইলে আত্তারিয়া, ২য় অংশ, ২২৯ পৃষ্ঠা) ❁ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: "পীর বা ওস্তাদের আসনে তাদের অনুপস্থিতিতেও বসা উচিত নয়।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৬৯/৪২৪ পৃষ্ঠা) ❁ যখন কোন ইজতিমা বা মজলিশে আসেন তবে লোকের উপর দিয়ে লাফিয়ে আগে যাবেন না, যেখানে জায়গা মিলে সেখানে বসে যান। ❁ যখন বসবেন তবে জুতা খুলে বসুন, আপনার পা আরাম পাবে। (আল জামেউচ ছগীর, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫৪) ❁ মজলিশ শেষে এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করে নিন, তবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে আর যে ইসলামী ভাই কোন ভালো মজলিশে ও যিকিরের মজলিশে পড়ে তাহলে তার জন্য কল্যাণের উপর সিলমোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। দোয়াটি হল:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

**অনুবাদ:** "তোমারই সত্ত্বা পবিত্রতম এবং হে আল্লাহ! সমস্ত প্রসংশা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই কাছে তাওবা করছি।" (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৫৭)

❁ যখন কোন আমলদার আলেমেদ্বীন বা মুত্তকী ব্যক্তি বা সৈয়দ সাহেব বা মাতাপিতা আসে তবে সম্মানার্থে দাড়িঁয়ে যাওয়া সওয়াবের কাজ। হাকিমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ লিখেন : "বুর্যূগদের আগমনে এই দুটি কাজ অর্থাৎ দাঁড়ানো এবং সংবর্ধনা জানানো জায়েয বরং সাহাবীদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সুন্নাত।" (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

অধরণের অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল)

**আশিকানে রাসূল আয়িয়ে সুন্নাত কে ফুল**
**দেনে লেনে চলে কাফেলে মে চলো।**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

## (৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

( আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net